B-SkillFUL

সুনিপুণ

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের সফলতার গল্প

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération Suisse
Confederazione Svizzera
Confederazium Svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

European Union

Implemented by

swisscontact

সুনিপুণ

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের সফলতার গল্প

পরিকল্পনা: বি-স্কিলফুল প্রকল্প
ডিজাইন: মোঃ মোশারফ হোসাইন (আজাদ)/দৃক
ফটোগ্রাফি: হাবিবুল হক/দৃক
ডিসেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

০৫ বি-স্কিলফুল পরিচিতি

সেইফ এবং সেভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এসএসটিআই) একটি সফল প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।

১৭

লাবলু, একজন সফল ওয়েল্ডার

২৩

০৬ বাণী: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)

সানজিদা, একজন সফল স্বনির্ভর বিউটিশিয়ান

১৯

আফরোজা, একজন সফল মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান

২৫

০৮ বাণী: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

রুপন, একজন সফল, স্বনির্ভর ওয়েল্ডার

২১

সুইসকন্ট্যাক্ট-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অংশীদার-আইএসআইএসসি

২৭

১০ বাণী: ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ প্রতিনিধি

শাপলা, সফল মেশিন অপারেটর

২৯

শিলা, একজন সচ্ছল কারচুপি এমব্রয়ডার

৩৫

১২ বাণী: সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)

ইভা, একজন সফল ও স্বনির্ভর হ্যান্ড এমব্রয়ডার

৩১

টিটু, একজন সফল ফ্রিজ ও এসি টেকনিশিয়ান

৩৭

১৪ বাণী: কান্ট্রি ডিরেক্টর, সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ

রহিম, একজন সফল স্বনির্ভর মেশিন এমব্রয়ডার

৩৩

অন্তর, একজন সফল হাউজ ওয়ারিং টেকনিশিয়ান

৩৯

বি-স্কিলফুল পরিচিতি

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের প্রথম পর্বটি, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে সুইসকন্ট্যাক্ট দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হল ৪০,০০০ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারী ও পুরুষকে প্রশিক্ষণ-এর মাধ্যমে শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ ও আয় বৃদ্ধি করা এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের মৌলিক অধিকার সমূহের যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পটি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও এটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। একই সাথে, শ্রমিক অধিকার ও শোভন কাজ সম্পর্কে গ্রাজুয়েট ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। একইভাবে প্রকল্পের আওতায় কার্যকর প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী, গ্রাজুয়েটদের জন্য চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল ও প্রভাব নিরুপণের জন্য জেন্ডার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়।

বি-স্কিলফুল প্রকল্প বিশ্বাস করে যে, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন চাহিদা ভিত্তিক উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং চাকরি কিংবা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চতকরণ।

“সুনিপুণ: বি-স্কিলফুল প্রকল্পের সফলতার গল্প” প্রকাশনাটিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট ও প্রকল্পের অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সহযোগীদের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটদের জীবনের পরিবর্তনের চিত্র উঠে এসছে। এই গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকল্পের সাফল্য ও অবদানের ইতিবাচক প্রভাবের কথা ফুটে উঠেছে। প্রকাশনাটিতে বর্ণিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ ক্ষেত্রে নিয়োজিত উন্নয়নকর্মীগণ বৃহত্তর জনস্বার্থে অবদান রাখতে পারবেন বলে আশা করি।

বাণী: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)

মোঃ ফারুক হোসেন
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) দেশ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ২০২৩ সাল নাগাদ ১.৫ কোটি দক্ষ জনশক্তি দেশের শ্রমবাজারে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এনএসডিএ দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকতর কিংবা পুনঃদক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পটভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে এনএসডিএ সরকারি প্রতিনিধি, চাকুরিদাতা, শ্রমিক এবং সুশীল সমাজসহ সকলের একত্রে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

এনএসডিএ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে সহায়তা করার পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল এবং বিভিন্ন নিয়োগকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের কাজও করছে। এনএসডিএ'র লক্ষ্য হচ্ছে যথাযথ মূল্যায়ন, স্বীকৃতি, পর্যবেক্ষণ-এর মাধ্যমে উপযুক্ত ও কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। একই সাথে দক্ষতা উন্নয়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।

দক্ষতা এবং জ্ঞান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের চাহিদা সম্পন্ন দরিদ্র নারী-পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করে বি-স্কিলফুল-এর কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। একইভাবে এনএসডিএ'র উদ্দেশ্য হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের জন্য উপযুক্ত এবং স্বীকৃত দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞান এবং যোগ্যতার সমন্বয়ে প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। শ্রমবাজারের বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাহিদার যোগান দিতে সক্ষম এমন উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এনএসডিএ এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী একসাথে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে পারে।

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের পরিচালিত ফলপ্রসু এবং সমন্বিত কার্যক্রমের কারণেই এই প্রকাশনার সাফল্য-গাথা রচনা করা সম্ভব হয়েছে। বি-স্কিলফুল থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দক্ষতা উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সহজতর হচ্ছে।

আমি বি-স্কিলফুলের সাফল্য কামনা করি, এবং সফলতার সাথে এই প্রকল্প অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবে বলে আশা করি।

বাণী: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

সুইসকন্ট্যাক্ট (একটি আন্তর্জাতিক এনজিও)-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাফল্যের গল্প নিয়ে সাজানো এই প্রকাশনাটি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হল, এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা তুলে ধরা।

কে এম আব্দুস সালাম
মহাপরিচালক
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্ত

সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করে দেশের আর্থিক উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যা কিনা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮ অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে। বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫: টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ৮.৮: সকল শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্ম পরিবেশ প্রদান ও শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এছাড়াও, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও শ্রমিক অধিকার অর্জন ও শোভন কর্মপরিবেশ তৈরির মাধ্যমে এসডিজি ৫: জেন্ডার সমতা এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনেও এ প্রকল্প ভূমিকা রাখছে। একইভাবে, দেশের আর্থিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদার যোগান দিতেও সুইসকন্ট্যাক্ট নিশ্চিতভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ২,৫০০ এনজিওকে সহায়তা করে আসছে।

এই প্রকাশনাটিতে মূলত প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের গল্পই তুলে ধরা হয়েছে যা দেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে কর্মরত এনজিও ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য শিক্ষণীয় হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সুইসকন্ট্যাক্ট থেকে এই জাতীয় প্রকাশনা এবং প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার এবং এই ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি আমার শুভ কামনা।

বাণী: ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ প্রতিনিধি

European Union

বিগত ৪০ বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ) বাংলাদেশের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। এই সময়কালে, বাংলাদেশকে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নতি লাভে ইউ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

রেন্সজে তিরিঙ্ক
বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন
রাষ্ট্রদূত ও প্রধান প্রতিনিধি
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ)

বাংলাদেশের জন্য ইউ-এর মাল্টি এনুয়াল ইন্ডিকেটিভ প্রোগ্রাম (এমআইপি) ২০১৪-২০২০ অনুযায়ী শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের যুব নারী এবং পুরুষের একটি বড় অংশ এখনো শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার আওতার বাইরে, যদিও দেশের বর্ধনশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা দক্ষ শ্রমিকের অভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় চাহিদা এবং যোগানের অসমতা পূরণের লক্ষ্যে ইউ, বি-স্কিলফুল প্রকেল্পর অর্থায়ন শুরু করে। ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ২,০০০ এর বেশী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রায় ২,৫০০ যুব নারী এবং পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। একইভাবে, বিভিন্ন পেশায় ৩৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ ও কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগদাতাদের মধ্যে শ্রমিক অধিকার ও শোভন কাজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের এই অসামান্য অর্জনের জন্য তাদের অভিনন্দন। একই সাথে ইউ প্রতিনিধি আরও ধন্যবাদ জানাতে চায় বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অন্যান্য সহযোগী সংস্থা যেমন, সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশান (এসডিসি), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, দ্য ন্যশনাল এ্যসোসিয়েশন ফর স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ (নাসিব), বাংলাদেশ ওমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই) এবং অন্যান্যদের অসামান্য অবদানের জন্য।

এই কেইস স্টাডিস এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের সফলতার গল্পগুলি উঠে এসেছে। এখানে মূলত, উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি ও ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের চাহিদায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রকাশনাটি থেকে বাংলাদেশ ও বিদেশে দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মরত সকলে লাভবান হবে, তাই এই প্রচেষ্টাটি প্রশংসার দাবিদার।

বাণী: সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération Suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

ডেরেক জর্জ
ডেপুটি ডিরেক্টর অব কোঅপারেশন
অ্যাম্বাসি অব সুইজারল্যান্ড ইন বাংলাদেশ
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড
কোঅপারেশন (এসডিসি)

বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতায় সুইজারল্যান্ডের অগ্রাধিকার হলো ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং চলমান সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়ন। বাংলাদেশে সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, নিরাপদ অভিবাসন এবং আয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি গুলোকে সহায়তা করছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কটের সমাধানে সুইস হিউমেনেটেরিয়ান এইডের মাধ্যমে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসডিসি কর্তৃক পরিচালিত কর্যক্রমের মাঝে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বব্যাপী সুইস ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন অধীনে পরিচালিত কর্মসূচির অন্যতম।

সুইস কোঅপারেশন-এর ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন বা কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে সুইজারল্যান্ড এর একটি স্বতন্ত্র দ্বৈত কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যা থেকে অনেক ভালো কিছু অনুকরণীয় । এ ব্যবস্থায় বেসরকারী খাত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম নির্বাচন, অর্থায়ন এবং কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় এসডিসি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লেবার মার্কেট ওরিয়েন্টেশন, চাকরিদাতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা, নারী ও সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন পটভূমিতে, বি-স্কিলফুল একটি বিশেষ অবস্থানে আছে যেখানে নতুন কিছু করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বি-স্কিলফুল এর চারটি মূল বৈশিষ্ট্য প্রকল্পটিকে ব্যতিক্রমী করেছে:

- নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে এবং দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রাধান্য দিয়ে উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। সীমাবদ্ধতা মোকাবেলায় সুবিধাভোগীদের প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রাধান্য প্রদান।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এবং আইএসআইএসসি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিক অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করা।
- এর ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়ন, যা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উপার্জনের সাথে প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের হার, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণীকক্ষ এবং কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সংযুক্তি ঘটিয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে অপ্রচলিত পেশায় তাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকাশনাটিতে বি-স্কিলফুলের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে অর্জিত সাফল্য এবং অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এই প্রকাশনাটি সবার কাছে পৌঁছাবে যাতে করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আগামীতে গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম, বি-স্কিলফুলের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারে।

বাণী: কান্ট্রি ডিরেক্টর, সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ৬টি জেলার ৪০,০০০ নারী-পুরুষের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে সুইসকন্ট্যাক্ট ২০১৫ সালের নভেম্বরে বি-স্কিলফুল প্রকল্পটি শুরু করে।

অনির্বাণ ভৌমিক
কান্ট্রি ডিরেক্টর
সুইসকন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ

মধ্যম-আয়ের দেশে পরিনিত হতে হলে বাংলাদেশের প্রয়োজন অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যা হবে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে এবং যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে যুব সম্প্রদায়। আর এ কারণেই, প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করা ২০ লাখ মানুষের জন্য প্রয়োজন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কর্মসংস্থানমুখী দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা। একই সাথে শ্রমবাজারে আসা এই মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন শোভন কর্মপরিবেশ।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিদ্যমান দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে শুরু থেকেই বি-স্কিলফুল প্রকল্প কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব নারী-পুরুষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বি-স্কিলফুল প্রকল্প দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য উপযোগী চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণার্থীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের সাথে প্রকল্প কর্মীরা নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। চাহিদা অনুযায়ী নতুন সব প্রচেষ্টার কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বাস্তব কর্মক্ষেত্রে থেকে সরাসরি জানার সুযোগ পাচ্ছে। একইসাথে, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা মেনে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বি-স্কিলফুল কাজ করে যাচ্ছে। বি-স্কিলফুল বিশ্বাস করে সফল মডেল তৈরী এবং বাস্তবায়নকালীন অভিজ্ঞতা সকলকে জানানোর মাধ্যমে এর অনুকরণ, ব্যাপ্তি এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলকে উৎসাহিত করা সম্ভব।

এই প্রকাশনার মাধ্যমে বি-স্কিলফুল প্রকল্পের বিগত চার বছরের কিছু অর্জন তুলে ধরতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। বাস্তবায়নকালীন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আশা করি, দেশের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ভবিষ্যত রূপরেখা তৈরিতে আমাদের এই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অবহিতকরণ এবং অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে আরও অভিনব ও কার্যকরী পরিবর্তন আনতে প্রকাশনাটি ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমাদের এই প্রয়াসে, সার্বিক সহায়তার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (এসডিসি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইউ)-এর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বি-স্কিল-ফুলের সফলতার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ইনফর্মাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসআইএসসি), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি), বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডাব্লিউসিসিআই), জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)-এর সহযোগিতা এবং সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্য। বি-স্কিলফুল সফল হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান হাজার হাজার অজেয় তরুণ বাংলাদেশী এবং দেশব্যাপী ব্যবসা পরিচালনা করা অদম্য উদ্যোক্তাদের।

১ কেইস স্টাডি

সেইফ এবং সেভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (এসএসটিআই) একটি সফল প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

যথেষ্ট সফলতা ছাড়াই আবু মোহাম্মদ মোকতাদির, ঢাকা ও তাঁর গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইলে নানান পেশায় ভাগ্য অন্বেষণ করেছেন। ক্ষুদ্র পরিসরে ২০০৮ সালে, তিনি নিজের বাড়িতে একটি অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'সেইফ এন্ড সেভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট' চালু করেন।

তিনি ৫ জন সহকর্মী নিয়ে হাতে-কলমে টেইলরিং প্রশিক্ষণ, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, কম্পিউটার মেরামত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। তবে, যথাযথ পরিকল্পনা এবং কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাপনার অভাবে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট আয় করতে সমর্থ হয়নি।

> "বি-স্কিলফুল যেভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দিকনির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করেছে, তা এক কথায় অতুলনীয়"

পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি ব্যবসা প্রসারের জন্য সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। সংবাদপত্রে বি-স্কিলফুল প্রকল্পের একটি বিজ্ঞাপন তাঁর নজরে আসলে তিনি তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বাড়ি থেকে নিকটবর্তী আরেকটি জায়গায় স্থানান্তর করেন। বি-স্কিলফুল প্রকল্পের একজন অংশীদার হিসেবে কাজ করার জন্য তিনি আবেদন করেন। স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সুখ্যাতির কারণে এসএসটিআই ১,৫০০ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত হয়। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়নে বি-স্কিলফুল প্রকল্প সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে। জনাব মোকতাদির মনে করেন, বি-স্কিলফুল-এর সার্বিক সহযোগিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠানটি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

শুরুতে খণ্ডকালীন নিয়োগের কারণে কর্মী ও প্রশিক্ষকদের ধরে রাখা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে কঠিন ছিল। এখন তিনি তাঁর কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন যারা প্রতিষ্ঠানটিকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। একই সাথে, এসএসটিআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে আরও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষকের চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসএসটিআই এখন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং ভবিষ্যতেও এটি নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। জনাব মোকতাদির বলেন- "এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিতরা ইতোমধ্যে ঢাকা মেট্রোরেল প্রকল্পে কাজ করছে। এই সফলতা বি-স্কিলফুলের অবদানের কারণেই সম্ভব হয়েছে।" প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি অন্য আরেকটি দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত 'সুদক্ষ' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং টাঙ্গাইলের মধুপুরে এর শাখা সম্প্রসারণ করেছে।

জনাব মোকতাদির বলেন, "বি-স্কিলফুল যেভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে দিকনির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান করেছে, তা এক কথায় অতুলনীয়।" তিনি আরো বলেন, "বি-স্কিলফুল-এর সহযোগিতায় যে কোনো বাধা পেরিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারে।"

২ কেইস স্টাডি

সানজিদা, একজন সফল স্বনির্ভর বিউটিশিয়ান

জীবন-যুদ্ধের দুর্গম পথ অতিক্রম করে টাঙ্গাইলের বাইশ বছর বয়সী সানজিদা ইসলাম সীমা এখন একজন সফল বিউটিশিয়ান। পরিবার তাঁর লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছিলোনা বলে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তাদেরই গ্রামের এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিয়ে দেন। ৪ বছর তিনি দুই সন্তানসহ এমন এক স্বামীর সাথে সংসার করছিলেন, কাজের প্রতি যার ছিল তীব্র অনীহা। মাঝে মাঝে তাঁর ছেলেমেয়ে অনাহারে কাটাতো। দারিদ্র্যের এই করুণ রূপ তাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য মরিয়া করে তোলে। নিজের বিয়ে সম্পর্ক ভেঙে, সন্তানদের নিয়ে তাঁর বাবা-মার কাছে ফিরে আসেন এবং বেরিয়ে পড়েন কাজের সন্ধানে। ছেলেমেয়ের দেখাশোনাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

> “আমি একজন নারী মানে এই নয় যে আমি দুর্বল, বরং এটি আমাকে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করার শক্তি অর্জনে সাহায্য করে”

যখনই সানজিদা সুইসকন্ট্যাক্ট-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অন্তর্গত সেইফ এণ্ড সেভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এসএসটিআই)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি একজন বিউটিশিয়ান হবেন। এরপর তিনি প্রশিক্ষণে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরই তিনি মাসে ১৫,০০০ টাকা বেতনের চাকরি পান। ধীরে ধীরে তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে এবং তিনি শহরের অন্যত্র চাকরি খুঁজতে শুরু করেন। সঞ্চয় করে মূলধন জমিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছাই ছিল তাঁর এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি নিজের একটি পার্লার দেয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করেন।

গত এক বছর ধরে সানজিদা একজন সফল উদ্যোক্তা। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় প্রায় ৫০,০০০ টাকা। এছাড়াও তিনি তাঁর পার্লারে দুজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন যারা বি-স্কিলফুল প্রকল্প থেকেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাঁর ভাষ্যমতে, এটি বি-স্কিলফুল প্রকল্পের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়। প্রতিদিন তিনি তাঁর কর্মীদের বড় স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দেন। সানজিদা বলেন, “আমি একজন নারী মানে এই নয় যে আমি দুর্বল, বরং এটি আমাকে সকল বাধা-বিপত্তি দূর করার শক্তি অর্জনে সাহায্য করে।”

সানজিদা তাঁর সাফল্যের পেছনে এসএসটিআই ও বি-স্কিলফুল-এর অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেন। বি-স্কিলফুল-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান, যার কারণে তিনি এই প্রকল্পের আয়োজিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শ্রমিক অধিকার, শোভন কর্মপরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। সানজিদা বলেন, “তাঁর অর্জিত কারিগরি ও ব্যবসায়িক জ্ঞান তাঁর সকল স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।”

৩ কেইস স্টাডি

রুপন, একজন সফল, স্বনির্ভর ওয়েল্ডার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন মোঃ আব্দুর রাজ্জাক রুপন। ঠিক এই সময় তাঁর ড্রাইভার বাবাও ৪ সদস্যের পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। রুপন কখনোই অন্যের অধীনে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। তাই তিনি তাঁর বাবার সহায়তায় একটি ছোট স্টেশনারি দোকান চালু করেন। প্রথমদিকে দোকান ভালোই চলছিল, মাসে প্রায় ১০,০০০ টাকা আয় করছিলেন। কিন্তু এরপর নেমে আসে বিপদ, তাঁর একমাত্র কর্মচারী দোকান থেকে বেশ কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

দোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর জীবিকার জন্য অন্যান্য উপায় খুঁজছিলেন রুপন। ওয়েল্ডার হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার উদ্দেশ্যে

> **“সম্মানের সাথে জীবন জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমি আমার সাধ্যমত অন্যদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরী করে যাচ্ছি। আমি চাই সবাই যেন আমার মতো তাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ পায়”**

বি-স্কিলফুল-এর সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)-এর সাথে যোগাযোগ করেন তিনি। পাশের এলাকায় মেডিকেল কলেজ নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া দেখে তিনি এই কাজের ব্যাপক সম্ভাবনা বুঝতে পারেন। নিজেই একটি ওয়েল্ডিং কারখানা চালু করতে উদ্যোগী হন। তাঁর বাবা ও একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। পূর্বের স্টেশনারি দোকানের তুলনায় আয় বেড়ে যায় প্রায় দ্বিগুন।

রুপন নিজেও একসময় শিক্ষানবিস ছিলেন এবং একই কাজে একজন অদক্ষ লোকের চাইতে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি যে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি চান অন্যরাও এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাক। তিনি তাঁর কারখানায় একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়েল্ডারকে নিয়োগ দিয়েছেন। শোভন কর্মপরিবেশের উপর একটি কর্মশালার কথা মনে করে তিনি বলেন, “প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মালিক-শ্রমিকের মাঝে বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহমর্মিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।”

বি-স্কিলফুলের কারিগরি শিক্ষা রুপনের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তিনি বেকারত্বের অভিশাপ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বেকারত্ব মানুষের জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা তিনি অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, “সম্মানের সাথে জীবন জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমি আমার সাধ্যমত অন্যদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরী করে যাচ্ছি। আমি চাই সবাই যেন আমার মতো তাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ পায়।”

৪ কেইস স্টাডি

লাবলু, একজন সফল ওয়েল্ডার

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ চুকানোর পর, মাত্র তেরো বছর বয়সেই মোঃ লাবলু স্কুল ছেড়ে দেন। সামান্য কিছু হাত-খরচের বিনিময়ে তিনি তাঁর পারিবারিক রেস্তোঁরায় কাজে লেগে যান। কিন্তু অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে তাঁর ভালো লাগছিলো না। বাবার অবসরের পর, চাচারা ব্যবসার দায়িত্ব নিলে তিনি অন্যত্র কাজ খোঁজা শুরু করেন।

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক বন্ধু লাবলুকে বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে তিনি নিজ এলাকায় দক্ষ ওয়েল্ডার এর চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর প্রতিবেশীর ওয়েল্ডিং কারখানায় হাতেক-

> “এখন সবাই আমাকে গুরুত্ব দেয় এবং বিভিন্ন পারিবারিক সিদ্ধান্তে আমার মতামত গ্রহণ করে”

লমে কাজ শেখার সুযোগ পান, যার মালিক আব্দুর রাজ্জাক রুপন নিজেও বি-স্কিলফুল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

প্রতিবেশীর পেশাদারিত্ব লাবলুকে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাকে অনুসরণ করে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি মাসিক ১৫,০০০ টাকা আয় করেন, যা তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অনেক বড় অর্জন বলে তিনি মনে করেন। লাবলু বলেন, “এই কাজ তাকে একই সাথে দক্ষতা বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করেছে।” তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন নিজের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। কিন্তু এর আগে তিনি রুপন ও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে যথাসম্ভব অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিতে চান।

বর্তমানে লাবলু অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। তিনি তাঁর আয়ের একটি বড় অংশ পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। লাবলু মনে করেন, আয় বৃদ্ধির ফলে পরিবারে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, “এখন সবাই আমাকে গুরুত্ব দেয় এবং বিভিন্ন পারিবারিক সিদ্ধান্তে আমার মতামত গ্রহণ করে।” রুপনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লাবলু সঞ্চয় শুরু করেছেন, মূলধন যুগিয়ে ভবিষ্যতে নিজের ব্যবসা শুরু করবেন।

৫ কেইস স্টাডি

আফরোজা, একজন সফল মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান

মাত্র একুশ বছর বয়সেই আফরোজা তাঁর পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর বাবা কাজ করতে পারতেন না। তাঁর মায়ের ছোট একটি কাপড়ের ব্যবসা পরিবারের খরচ ও তাঁর বাবার চিকিৎসা খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিলোনা।

আফরোজা তাঁর আর্থিক সমস্যার কথা ভেবে রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে কাজ খুঁজছিলেন। তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে বি-স্কিলফুল প্রকল্পের সহযোগী গ্রামীণ আলো ট্রেইনিং সেন্টারের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের কথা শুনে তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ভর্তির সময় তিনি তাঁর পারিবারিক

> “কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার ইচ্ছা আমার নেই, আমি আরও শিখতে চাই এবং এই ক্ষেত্রে নিজেকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই”

সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এরপর, গ্রামীণ আলো ট্রেনিং সেন্টার-এর কাউন্সেলর তাকে মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহ দেন। তাঁর শেখার আগ্রহ দেখে গ্রামীণ আলো তাকে বগুড়া শহরের এলজি মোবাইল ফোন কোম্পানির অন্যতম ব্যস্ত আউটলেটে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়।

আফরোজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান শিক্ষানবিসদের জন্য বগুড়ার মতো মফস্বল শহরেও কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও তাঁর কারিগরি দক্ষতা একজন বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে তাকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে। তিনি বর্তমানে এই শোরুমেই কাজ করে মাসিক ১৫,০০০ টাকা আয় করছেন। তাঁর আয়ের সিংহভাগই তিনি পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি বলেন, “পরিবারের মেয়েরা পুরুষদের চাইতে কোনো অংশেই কম নয়।”

মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান হিসাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে আফরোজা তাঁর পরিবারের সমস্যা কিছু হলেও লাঘব করতে পেরেছেন। এছাড়া তাঁর মাসিক সঞ্চয় পরিকল্পনা তাকে একজন ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে উঠার স্বপ্ন দেখায়। তিনি বলেন, “কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার ইচ্ছা আমার নেই, আমি আরো শিখতে চাই এবং এই ক্ষেত্রে নিজেকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই।” বর্তমানে তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে এ বিষয়ে আরো উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে একজন সুদক্ষ কর্মী হিসেবে তৈরি করা।

৬ কেইস স্টাডি

সুইসকন্ট্যাক্ট-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অংশীদার- আইএসআইএসসি

সুইসকন্ট্যাক্ট-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অন্যতম অংশীদার হিসেবে 'ইনফরমাল সেক্টর ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল' (আইএসআইএসসি) দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর আগে ২০১১ সালে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সুইসকন্ট্যাক্ট-এর সহযোগিতায় শুধুমাত্র এই খাতের জন্য একটি স্বতন্ত্র আইএসসি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেয়। শুরু থেকেই আইএসআইএসসি-এর রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসনিক কাঠামো গঠন এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বি-স্কিলফুল প্রকল্প সহযোগিতা করে আসছে।

পরবর্তীতে আইএসআইএসসি এবং সুইসকন্ট্যাক্ট-এর

> "বি-স্কিলফুল-এর অবদানের কারণেই সরকার এবং এনজিও-এর সাথে অংশীদার হয়ে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে আইএসআইএসসি"

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের মাঝে অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে এই সহায়তা আরও জোরদার হয়। পূর্বে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ-সম্পর্কিত প্রচারণা পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন সহায়ক কার্যক্রম ছিল না। শ্রমিক অধিকার ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং কারিগরি প্রশিক্ষণকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য রাজধানীর বাইরে জেলা শহরগুলোতে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্পের আওতায় আইএসআইএসসি-কে সহায়তা প্রদান করা হয়। সার্বিক সহযোগিতার ফলে আইএসআইএসসি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটি শ্রমিক অধিকার ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও আইএসআইএসসি এখন বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা সংস্থা যেমন ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও), এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি), অ্যাকশন এইড এবং ব্র্যাক-এর সমন্বয়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আইএসআইএসসি চেয়ারম্যান জনাব মির্জা নূরুল গণি শোভন বলেন, "বি-স্কিলফুল-এর অবদানের কারণেই সরকার এবং এনজিও-এর সাথে অংশীদার হয়ে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে আইএসআইএসসি"। তিনি আরও বলেন, বি-স্কিলফুলের মাধ্যমে আইএসআইএসসি বর্তমানে ৩০টি বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং আইএসআইএসসি একযোগে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশল এবং উন্নয়ন নীতিমালার জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বি-স্কিলফুল প্রকল্পের আওতায় আইএসআইএসসি-এর সমন্বয়ে নাসিব এবং বিডব্লিওসিসিআই শ্রমিক অধিকার এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬টি জেলায় ৩,৫০০ অপ্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কাজ করছে।

৭ কেইস স্টাডি

শাপলা, সফল মেশিন অপারেটর

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরপরই শাপলা খাতুন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। গার্মেন্টসকর্মী স্বামী ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। গৃহস্থালির কাজকর্মের কারণে শাপলা তাঁর লেখাপড়া এগিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর বাবা-মার আর্থিক প্রয়োজনের সময় তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

রোজগারের উপায় খুঁজতে শুরু করেন শাপলা। বিভিন্ন গার্মেন্টস-এ দক্ষ মেশিন অপারেটরের চাহিদার কথা মাথায় রেখে অভিভাবকদের সহযোগিতায় তিনি সুইসকন্ট্যাক্ট-এর বি-স্কিলফুল প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত আহ্সানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এএমভিটিআই)-এর

> “দক্ষ ও অনুপ্রাণিত নারীরা তৈরী পোশাক শিল্পে কাজের মাধ্যমে তাদের জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন”

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তি হন। প্রশিক্ষণ শেষে শাপলা নিকটবর্তী একটি গার্মেন্টসে মাসিক ৭,৪০০ টাকা বেতনে মেশিন অপারেটর হিসাবে চাকরি শুরু করেন। তাঁর চমৎকার কর্মক্ষমতা এবং অধ্যাবসায়ের কারণে নয়মাস পরেই তিনি একজন প্রশিক্ষক হিসাবে এএমভিটিআই-এ যোগদান করার সুযোগ পান।

প্রশিক্ষক হিসেবে তাঁর মাসিক বেতন বেড়ে হয় ১৫,০০০ টাকা। তিনি বলেন, “দক্ষ ও অনুপ্রাণিত নারীরা তৈরী পোশাক শিল্পে কাজের মাধ্যমে তাদের জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন।” তাঁর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে তিনি এখন পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে নিজের মতামত দিতে পারেন। তিনি তাঁর বাবা-মা ও স্বামীকে আর্থিক সহায়তা করার লক্ষ্য অর্জনে সফল। ভবিষ্যতে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর বন্ধ হয়ে যাওয়া লেখাপড়া আবার শুরু করতে চান; সেই উদ্দেশ্যে তিনি বেতনের কিছু অংশ সঞ্চয় করছেন।

শাপলা দরিদ্র ও অনগ্রসর অন্যান্য নারীদেরকেও বি-স্কিলফুল প্রকল্পের প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি মনে করেন প্রশিক্ষণটি সময় উপযোগী এবং বাজার চাহিদাকে বিবেচনা করে পরিচালিত বলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথোপযুক্ত। তিনি চান, তাঁর এই গল্প যেন বেকার নারী-পুরুষদের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য তিনি মূলধারার শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৮ কেইস স্টাডি

ইভা, একজন সফল ও স্বনির্ভর হ্যান্ড এমব্রয়ডার

ইসরাত জাহান ইভা ২০০৫ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। এলাকার একটি জুতা তৈরির কারখানায় তাঁর স্বামী যথেষ্ট আয় করতেন। কিন্তু স্বামীর সংসারে এসে গৃহস্থালির কাজের ব্যস্ততার কারণে তাকে লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। দুই সন্তানের মা হবার পর পরিবারে একটু বাড়তি আয় যোগ করা এবং নিজের লোখাপড়া চালিয়ে নেয়ার কথা ভাবতে শুরু করেন। শুধুমাত্র সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতই না- স্ত্রী, মা এবং গৃহবধূর বাইরে নিজস্ব একটি পরিচয় গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন ইভা। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, একজন নারী হিসেবে পরিবার ও কাজের ভারসাম্য রক্ষা করে টিকে থাকা তাঁর জন্য সহজ হবে না।

> “পরিবার আর বি-স্কিলফুল-এর মতো প্রকল্পের সহযোগিতার ফলেই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে”

ইভা বি-স্কিলফুল-এর সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ধ্রুব সোসাইটি সম্পর্কে জানতে পারেন, যারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে। একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করে তিনি হ্যান্ড এমব্রয়ডারির কাজ শেখা শুরু করেন। স্বামী ও শাশুড়ির উৎসাহে তিন-মাস প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ইভা তাঁর নিজের ব্যবসা শুরু করেন। শুধুমাত্র কাজ শেখা নয়, বি-স্কিলফুল-এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা আরও প্রসারিত হয়।

ইভার স্বামী তাকে হয়তো আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারেননি। কিন্তু তিনি যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তা ছিল অর্থের চেয়েও মূল্যবান। ইভার উদ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দুজন নারী তাঁর ব্যবসায় যোগ দেন। তারা স্থানীয় একটি স্কুলের কাছাকাছি ছোট একটি দোকান ভাড়া নেন। মূলত মহিলারাই ছিল তাদের ক্রেতা। বর্তমানে ইভা মাসিক ৬,০০০ টাকা আয় করেন।

খুব অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও বি-স্কিলফুল-এর প্রশিক্ষণ ইভাকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে উৎসাহী করেছে। ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সন্তানরা ভালো স্কুলে লেখাপড়া করছে এবং তিনি তাঁর স্বামীকেও প্রয়োজন মতো আর্থিক সহায়তা করছেন। বাড়িতে তাঁর অবস্থান এখন সবচাইতে শক্ত। ইভা আরো উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁর ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে চান। তিনি বলেন, “পরিবার আর বি-স্কিলফুল-এর মতো প্রকল্পের সহযোগিতার ফলেই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।”

৯ কেইস স্টাডি

রহিম, একজন সফল স্বনির্ভর মেশিন এমব্রয়ডার

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আবদুর রহিম-এর শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটেছিলো বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে। পরিবারের খরচ সাশ্রয়ের জন্য তিনি লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর বড় ভাই তখন হয়ে উঠেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। জীবিকার প্রয়োজনে রহিম ঘর ছেড়ে বের হন এবং একটি দোকানে মাত্র ২,৫০০ টাকা বেতনে চাকরি শুরু করেন। কয়েক বছর পর তিনি বিয়ে করেন, যার কারণে দায়িত্ব আরও বেড়ে যায় এবং রোজগার বাড়ানো খুবই জরুরী হয়ে পড়ে।

এক প্রতিবেশীর মাধ্যমে তিনি বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান 'গ্রামীণ আলো'-র সাথে পরিচিত হন। নতুন কিছু শেখার উদ্দেশ্যে তিনি মেশিন এমব্রয়ডারি কাজকেই বেছে নেন। গ্রামীণ আলো তাকে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহ দেয়, এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি তাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সম্ভাব্য

> "বি-স্কিলফুল-এর সহায়তায় আজ আমি একজন সফল ব্যবসায়ী"

ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। রহিম বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি একই সাথে কারিগরি দক্ষতা ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা তাকে ব্যবসায়িক জীবনের বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে।

আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করেন। দোকানের নাম দেন 'নিউ হাজাবি ফ্যাশন'। দোকানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে তাঁর মাসিক আয় বেড়ে এখন ৩০,০০০ টাকা।

বর্তমানে কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় তাঁর সহযোগিতার জন্য তিনি একজনকে নিয়োগ দিয়েছেন। রহিম তাঁর ব্যবসার আরও প্রসার ঘটাতে চান। তিনি বলেন, "বি-স্কিলফুল-এর সহায়তায় আজ আমি একজন সফল ব্যবসায়ী।" এই ব্যবসার মাধ্যমে তিনি নিজের স্বতন্ত্র একটি পরিচয় তৈরী করার পাশাপাশি তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে একটি স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখছেন। তিনিও এখন বড় ভাই-এর পাশাপাশি পরিবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আজ তিনি সফল ও আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ।

১০ কেইস স্টাডি

শিলা, একজন সচ্ছল কারচুপি এমব্রয়ডার

মাছ-চাষী বাবাই ছিলেন শিলাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্য তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। অল্প বয়সেই পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি বিভিন্ন উপায় খুঁজছিলেন।

শিলার বয়স যখন আঠার বছর, তখন বি-স্কিলফুল থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক প্রতিবেশী তাকে গ্রামীণ আলো ট্রেনিং সেন্টারে কারচুপি এমব্রয়ডার (কাপড়ে প্যাটার্ন তোলার পদ্ধতি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহ দেন। শিলার পরিবার কাজের জন্য তাকে বাইরে যেতে দিতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই তিনি গৃহ ভিত্তিক ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

> “আমি আমার দক্ষতাকে আয়ের উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি। একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা ছিল আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত”

সামান্য পরিমান মূলধন দিয়েই তিনি তাঁর স্বপ্ন সার্থক করেন। গ্রামীণ আলো থেকে অর্জিত দক্ষতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বলেন, “আমি আমার দক্ষতাকে আয়ের উৎস হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি। একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা ছিল আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত।”

উনিশ বছর বয়সী শিলা বর্তমানে মাসে ৭,০০০ টাকা আয় করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় তাঁর আয় আরও বেড়ে যায়। শিলার মত অন্যান্য তরুণীরাও যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সেজন্য বি-স্কিলফুল থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তিনজনকে নিজের ব্যবসায় তিনি নিয়োগও দিয়েছেন। পরিবারে অবদানের জন্য অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ এবং সকলে মিলে শিলার ব্যবসার কাজে যথাসম্ভব সহায়তা করার চেষ্টা করেন। আত্মবিশ্বাসী শিলা তাঁর সফলতার জন্য এলাকার অন্যান্যদের কাছে অনুকরণীয়।

শিলা বর্তমানে তাঁর ব্যবসার প্রসার ঘটানোর কথা ভাবছেন। তার ভাষ্যমতে, “নারীরা কোন অংশেই পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে নেই, বরং আত্মবিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম দ্বারা তারা যেকোন কিছু অর্জন করতে পারেন।” তিনি বলেন অধ্যবসায়, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ এবং সহযোগিতা তাঁর সাফল্য অর্জনের সহায়ক, যা তিনি ভবিষ্যতেও লালন করতে চান।

১১ কেইস স্টাডি

টিটু, একজন সফল ফ্রিজ ও এসি টেকনিশিয়ান

তের বছর বয়সে একটি দূর্ঘটনায় টিটু চন্দ্র সূত্রধরের বাম হাত অকেজো হয়ে যায়। শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন টিটু। যার কারণে লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর বাবা ও ভাই মিলে ৫ জনের পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এরই মাঝে টিটুও তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

টিটুকে নিজের ছেলের মত দেখতেন এলাকার ইউনিয়র পরিষদ চেয়ারম্যান। তাঁর অনুপ্রেরণায় টিটু স্বাবলম্বী হতে উদ্যোগী হন। তিনি বি-স্কিলফুল প্রকল্পের অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের খোঁজ পান। সেখানে তিনি ফ্রিজ ও এয়ার কন্ডিশনার মেরামতের প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে তিনি দেশের নামকরা প্রতিষ্ঠান ওয়ালটনে ফ্রিজ ও

> “অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার চেয়ে নিজের দায়িত্ব নিজেই নেওয়া ভাল”

এসি টেকনিশিয়ান হিসেবে মাসিক ১৬,০০০ টাকা বেতনে চাকরি পান। নিজ শহর টাঙ্গাইল ছেড়ে ঢাকায় এসে তাঁর এই উপার্জন তাকে পরিবর্তিত ও আত্মবিশ্বাসী মানুষে পরিণত করেছে। তিনি তাঁর বাড়িতেও নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন।

টিটু লক্ষ্য করেছেন, আশেপাশের মানুষ তাকে আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। টিটুর উপলব্ধি হয়েছে, আন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার চেয়ে নিজের দায়িত্ব নিজেই নেওয়া ভাল। টিটুর এই আত্মবিশ্বাস তিনি আশেপাশের যুবকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চান; দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে সবাইকে আগ্রহী করে তুলতে চান।

তিনি এটা প্রমান করেছেন যে- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করার মাধ্যমেই উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব।

১২ কেইস স্টাডি

অন্তর, একজন সফল হাউজ ওয়ারিং টেকনিশিয়ান

সুবিধা বঞ্চিত এক পরিবারের সদস্য হিসেবে ছোটবেলা থেকেই কষ্টগুলো খুব কাছ থেকে দেখতে পান মোঃ অন্তর। চার জনের পরিবার চালাতে হিমশিম খেতেন রাজমিস্ত্রি বাবা। তাই সপ্তম শ্রেণীতে লেখাপড়া শেষ করার পরেই তিনি ঢাকা চলে যান বাবার সাথে কাজ করার জন্য। শিশু শ্রমিক হিসেবে জীবন ছিল অত্যন্ত বিপদজনক। সামান্য কিছু টাকার জন্য বৈদ্যুতিক মিটার, মটর ও পানির পাম্পের জন্য কয়েল বাইন্ডিং করা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। সীমাহীন কাজ আর নগন্য পারিশ্রমিক এই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন কোন বিশেষ দক্ষতা অর্জন ছাড়াই।

ঘরে ফিরে অন্তর খুশিই ছিল, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। প্রথমত লেখাপড়ার সুযোগ সে হারিয়েছিলো,

> “কে জানতো একজন অশিক্ষিত যুবক জীবনে উন্নতি করতে পারবে?” বি-স্কিলফুল-এর সহযোগিতায় আমি বাধাগুলোকে জয় করতে সক্ষম হয়েছি”

এছাড়া কাজ পাবার মত উল্লেখযোগ্য কোন দক্ষতাও তাঁর ছিল না। এরপর তিনি বি-স্কিলফুল এর সেইফ এণ্ড সেভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এসএসটিআই)-এর কথা জানতে পারেন। অন্তর মনে করেন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাউজ ওয়ারিং টেকনিশিয়ান কাজের প্রশিক্ষণ নেয়া ছিল তাঁর জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত। প্রশিক্ষণে অর্জিত শুধু কারিগরি জ্ঞান নয়, জীবন কেন্দ্রিক দক্ষতাও তাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আগ্রহী করে তোলে।

কর্মক্ষেত্র ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় একজন উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হন অন্তর, তাঁর ভেতরকার সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন মালিক মোঃ জাহাঙ্গীর।

এসএসটিআই থেকে তাঁর অর্জিত দক্ষতাকে আরও উন্নত করার পাশাপাশি মোঃ জাহাঙ্গীর তাকে প্লাম্বিং ও পাইপ ফিটিং প্রশিক্ষণও দেন। পরিবারের খরচ চালানোর পাশাপাশি তিনি তাঁর মাসিক ৮,০০০ টাকা আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেন। তাঁর বর্তমান পরিকল্পনা হচ্ছে পরিবারের জন্য জমি কিনে সেখানে বাড়ি করা। অন্তর আনন্দিত যে তাকে এখন আর টাকার জন্য বাবার উপর নির্ভর করতে হয় না।

মোঃ অন্তরের গল্প হচ্ছে পরিবর্তনের- একজন শিশু শ্রমিক থেকে সফল হাউস ওয়ারিং টেকনিশিয়ান হয়ে ওঠার। তিনি বলেন, “কে জানতো একজন অশিক্ষিত যুবক জীবনে উন্নতি করতে পারবে?” তিনি মনে করেন, বি-স্কিলফুল এর সহযোগিতায় তিনি বাধা গুলোকে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি নিজের ব্যবসা শুরু পাশাপাশি পরিবারকে আরও ভালোভাবে সহায়তা করার স্বপ্ন দেখেন।